গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
**বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ**
প্রধান কার্যালয়
"বরেন্দ্র ভবন" রাজশাহী-৬০০০।

কৃষিই- সমৃদ্ধি

☎ ০২৫৮৮৮৬২৬৬৮, ০২৫৮৮৮৬৩৭৮৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২৫৮৮৮৬১৮৯৭
ইমেইলঃ bmdahq@bmda.gov.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.bmda.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৮.০০০০.০৩৪.১৬.০০৯.২৩.৪৭৭ তারিখঃ ২৭/০২/২০২৪

বরাবর
সহকারী প্রকৌশলী
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
.....জোন (সকল)।

বিষয় ঃ ঘনকুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হতে বোরো ধানের বীজতলা ও শীতকালীন ফসল রক্ষায় কৃষকগণের করণীয় প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি রবি মৌসুমে বোরো ধানের বীজতলা ও শীতকালীন ফসল ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ হতে রক্ষার জন্য কৃষকগণের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সম্বলিত লিফলেট (সংযুক্ত) কৃষকের মাঝে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এ জন্য প্রতি জোনে ৫০ (পঞ্চাশ) টি ফটোকপি করে বিতরণ করা যেতে পারে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে -০১ (এক) পাতা।

২৭/২/২৪
(এ.টি.এম রফিকুল ইসলাম)
ব্যবস্থাপক(কৃষি)
বিএমডিএ, রাজশাহী।
টেলিফোন নং- ০২৫৮৮৮০১১৬৭

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি ঃ

১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ইউনিট-২, ঠাকুরগাঁও/রংপুর সার্কেল।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, ..... রিজিয়ন (সকল)।
৩। সহকারী ব্যবস্থাপক(কৃষি), বিএমডিএ, আমনুরা জোন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪। হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএমডিএ, রাজশাহী।
৫। অফিস কপি/প্রধান নথি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

## ঘনকুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ কালীন সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয় ঃ

- প্রতিদিন সরেজমিনে ফসলের ক্ষেত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- বোরো বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডা জনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড়বাড়তি বৃদ্ধি পায়। বীজতলায় চারা হলদে হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক বীজতলায় ৪০০ গ্রাম করে জিমসাম সার উপরি প্রয়োগ করা দরকার। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার পর বীজতলায় পানি বের করা উচিৎ নয়।
- শৈত্য প্রবাহ চলাকালীন সময়ে বীজতলা থেকে চারা তোলা এবং মূল জমিতে রোপন না করাই ভাল।
- ঘন কুয়াশার কারণে আলু ও টমেটো ফসল লেট ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ রোগের আক্রমন দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে এবং প্রতিরোধক হিসাবে বর্দো মিক্সার অথবা অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- সরিষা ও সীম গাছে জাব পোকার প্রার্দূভাব দেখা দিতে পারে। এ পোকার আক্রমন দেখা দিলে জৈব বালাই নাশক অথবা অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- ঘন কুয়াশার কারণে আম গাছের মুকুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, প্রতিরোধক হিসাবে বর্দো মিক্সার অথবা অনুমোদিত ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

---

ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ জনিত যে কোন সমস্যায় স্থানীয় কৃষি অফিসের সংগে যোগাযোগ করুন।

## প্রতিকূল আবহাওয়ায় আলু ফসলের সম্ভাব্য ক্ষতিরোধকল্পে কৃষকভাইদের করণীয় ঃ

নিম্নতাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশ আলু ফসলের জন্য ক্ষতিকর। এতে আলুর মড়ক রোগ (লেইট ব-াইট) এর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা যায়। এমতাবস্থায় আলু ফসলকে রক্ষা করার জন্যে কৃষক ভাইদের নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- আলু ফসলের মারাত্মক রোগ আলুর মড়ক রোগ (লেইট ব্লাইট) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরোধক হিসাবে স্পর্শক (কন্টাক্ট) জাতীয় ছত্রাকনাশক, যেমন-ডায়থেন এম ৪৫/হেম্যানকোজেব/ইন্ডোফিল/মেলোডি ডুও/সিকিউর (২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানিতে) ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- যে সকল জমিতে ইতোমধ্যে মড়ক রোগ দেখা দিয়েছে সে সকল জমিতে ,
  * সিকিউর (২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানিতে) অথবা
  * মেলোডি ডুও ২ গ্রাম + সিকিউর ১ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) অথবা
  * এক্রোবেট এম জেড ২ গ্রাম + সিকিউর ১ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) বা
  * এক্রোবেট এম জেড ২ গ্রাম + মেলোডি ডুও ১ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) কিংবা
  * মেলোডি ডুও ২ গ্রাম + ডায়থেন এম ৪৫ , ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) অথবা

যে কোন অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্প্রে করার সময় উপরের দিকের পাশাপাশি নিচের দিকে অবশ্যই স্প্রে করতে হবে।

- আলুর জমিতে মড়ক রোগ দেখা দিলে জমিতে সেচ বন্ধ করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।

---

**প্রচারে ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।**